যুব প্রবণতা

ফেব্রুয়ারি ২০২৬

যে প্রতারক ফাঁদ পাতে

বা

যীশু যিনি কালভেরিতে আপনার জন্য রক্ত ঝরিয়ে ছিলেন!

কে আছে আপনার হৃদয়ে ?

মুখপাত্র

আমার প্রিয় তরুণ বন্ধুরা,
যীশু খ্রীষ্টের নামে তোমাদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা!

তোমাদের নতুন লক্ষ্য আর নতুন শপথ নিয়ে এই নতুন বছরে পা রাখতে দেখে আমার মন ঈশ্বরের প্রশংসায় ভরে উঠছে।

যৌবনের এই সময়ে একটা প্রশ্ন খুব জরুরি: তুমি আসলে কাকে খুশি করার জন্য বেঁচে আছো?
তুমি কি সেই ঈশ্বরকে খুশি করতে চাও যিনি তোমাকে তৈরি করেছেন, নাকি শুধু নিজের ইচ্ছা পূরণ করে নিজেকেই খুশি করছো?

যদি তুমি ঈশ্বরকে খুশি করতে চাও, তবে তোমার চিন্তাভাবনা বদলে ফেলতে হবে। যখন তোমার মন নতুনভাবে গড়ে উঠবে, তখনই তোমার জীবন দিয়ে তাঁকে সত্যিকারের সম্মান জানানো সম্ভব হবে।

এক সময় যখন সবাই অলসভাবে দিন কাটাচ্ছিল আর নিজেদের খেয়ালখুশি মতো চলছিল, তখন শদ্রক, মৈশক আর অবেদ্-নগো--এই তিন যুবক সাহসের সাথে প্রভুর জন্য রুখে দাঁড়িয়েছিল। তাদের সেই সিদ্ধান্ত পুরো ব্যাবিলন শহরকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল। কেন? কারণ তাদের মনের জোর আর বিশ্বাস ছিল একদম স্বচ্ছ।

আজও, যদি তোমার মন স্থির থাকে, তবে তোমার সিদ্ধান্তগুলো হবে স্পষ্ট আর তোমার চলার পথ হবে সোজা ও দৃঢ়।

আজকের এই যুগে, যেখানে অনেকেই ভুল পথে বা জগতের পিছনে ছুটছে, সেখানে যদি তুমি নিজের আলাদা পরিচয় গড়তে চাও এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে সৎ পথে চলতে চাও, তবে সেই কঠিন সিদ্ধান্ত তোমাকেই নিতে হবে।

সোশ্যাল মিডিয়া বা ইন্টারনেটের চাকচিক্যে হারিয়ে না গিয়ে নিজের মনকে নতুন করে সাজাও। চিন্তাভাবনার এই পরিবর্তনই হলো উন্নতির আসল পথ।

যখন তোমার চলার দিক ঠিক থাকবে, তোমার ভবিষ্যৎও উজ্জ্বল হবে। মনে রেখো: ঈশ্বর তোমাকেই খুঁজছেন!

তাঁর জন্য নিজেকে তুলে ধরার এই সুযোগ হারিও না।

ঈশ্বরের আশীর্বাদ সবসময় তোমাদের সাথে থাকুক।

তোমার ভাই,
Nathan C L.

পবিত্র বাইবেল

প্রতি বছরের শুরুতে, আমাদের অনেকেই একটি সংকল্প গ্রহণ করি: "এই বছর, আমি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অন্তত একবার বাইবেল পড়ে শেষ করবো।" কিন্তু প্রথমেই বড় প্রশ্নগুলি যেটা আসে - আমি কোথা থেকে শুরু করব? আমি কীভাবে পড়ব? আমি যা পড়ছি তা কীভাবে বুঝতে পারব? এই ধরনের প্রশ্নগুলির কারণে, সেই সংকল্প প্রায়শই কয়েক দিনও টিকে থাকে না। বাইবেলে মোট ১,১৮৯টি অধ্যায় রয়েছে। আপনি যদি দিনে মাত্র ৪টি অধ্যায় পড়েন, তাহলে আপনি এক বছরে সম্পূর্ণ বাইবেল সম্পূর্ণ করতে পারবেন! এই বিভাগে, আমরা বাইবেলের প্রতিটি বইয়ের পটভূমি এবং একটি সংক্ষিপ্ত সারসংক্ষেপ অন্বেষণ করব, যা আপনার পরিকল্পনাকে স্পষ্ট, অর্থপূর্ণ এবং সম্ভব করে তুলবে।

আদিপুস্তক -শুরু, পাপ এবং ঈশ্বরের উদ্ধার পরিকল্পনার ঘটনা।

বিষয়: আদিতে

মূল ঘটনা এবং মানুষ

সৃষ্টি (আদিপুস্তক ১-২)

মানুষ ঈশ্বরের আকারে তৈরি - প্রতিটি জীবনেরই মূল্য, মর্যাদা এবং উদ্দেশ্য রয়েছে।

পতন (আদিপুস্তক ৩)

পাপ পৃথিবীতে প্রবেশ করে এবং ঈশ্বরের সাথে, অন্যদের সাথে এবং আমাদের নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক ভেঙে দেয়।

নোহ এবং বন্যা (আদিপুস্তক ৬-৯)

ঈশ্বর মন্দের বিচার করেন, তবুও জীবন রক্ষা করেন এবং আশা প্রদান করে তাঁর করুণা এবং বিশ্বস্ততা প্রকাশ করেন।

অব্রাহামের আহ্বান(আদিপুস্তক ১২)

ঈশ্বর সমস্ত জাতিকে আশীর্বাদ করার জন্য একটি পরিবারকে বেছে নেন - তাঁর বিশ্বব্যাপী মুক্তির পরিকল্পনা প্রকাশিত হতে শুরু করে।

অপূর্ন পরিবার (আদিপুস্তক ২৫-৩৬)

ইসহাক, যাকব এবং এষৌর মাধ্যমে আমরা একটি শক্তিশালী সত্য দেখতে পাই: ঈশ্বর ত্রুটিপূর্ণ মানুষের মধ্য দিয়ে কাজ করেন - মিথ্যা, পক্ষপাতিত্ব, ঈর্ষা এবং দ্বন্দ্ব। **যোষেফ (আদিপুস্তক ৩৭-৫০)**

ঈশ্বর বিশ্বাসঘাতকতা, দুঃখকষ্ট এবং অবিচারকে পরিত্রাণ এবং উদ্দেশ্যতে পরিণত করেন।

আমাদের অনুধ্যানের জন্য

- **আমাদেরকে ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন এক গভীর উদ্দেশ্য এবং পরিকল্পনা নিয়ে।**
- **এমনকি যখন আমরা ব্যর্থ হই বা পড়ে যাই, তখনও ঈশ্বর আমাদের মধ্যে যা শুরু করেছিলেন তা সম্পূর্ণ করার জন্য বিশ্বস্ত থাকেন।**
- **ঈশ্বর আমাদের কষ্ট এবং সংগ্রামকে ভালো কিছুতে রূপান্তরিত করতে পারেন।**
  "তুমি আমার ক্ষতি করার ইচ্ছা করেছিলে, কিন্তু ঈশ্বর তা মঙ্গলের জন্যই চেয়েছিলেন" (আদিপুস্তক ৫০:২০)
- **যদিও পৃথিবী বিশৃঙ্খল হয়েছে, ঈশ্বর কখনও দূরে সরে যাননি - তাঁর মুক্তির গল্প সমগ্র বাইবেল জুড়ে অব্যাহত রয়েছে।**

আদিপুস্তক আমাদের মনে করিয়ে দেয়: ঈশ্বর এখনও শেষ করেননি - তিনি কেবল শুরু করছেন।

ভেঙে পড়া থেকে লক্ষ্যের দিকে

আমরা দেখা করতে গিয়েছিলাম ডাক্তার আজিনের সাথে। তিনি একজন পেশায় সফল চিকিৎসক। শত ব্যস্ততার মাঝেও যখন আমরা তাঁর সফলতার রহস্য জানতে চাইলাম, তিনি খুব সুন্দর করে তাঁর জীবনের গল্প শোনালেন। তাঁর সেই গল্পটিই আপনাদের জন্য তুলে ধরা হলো:

আপনার শৈশব এবং পরিবার সম্পর্কে কিছু বলুন?

আমার জন্ম এবং বেড়ে ওঠা থেনি জেলার এক খ্রিষ্টীয় পরিবারে। তিন বছর আগে আমার বাবা এক দুর্ঘটনায় মারা যান। মা একজন অবসরপ্রাপ্ত কলেজ প্রফেসর এবং দিদি একজন দাঁতের ডাক্তার।

বাইরে থেকে আমাদের খ্রিস্টান পরিবার মনে হলেও, সত্যি বলতে তখন আমার মধ্যে কোনো বিশ্বাস ছিল না। আমার বাবা মদ্যপানে আসক্ত ছিলেন, আর মা ছিলেন খুব ধর্মপ্রাণ। ছোটবেলায় বাড়িতে সবসময় অশান্তি লেগেই থাকত। একবার বড় ধরনের ঝগড়ার পর বাবা আমাদের ছেড়ে চলে যান। তারপর থেকে মা একাই আমাদের অনেক কষ্টে বড় করেছেন।

আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে আমরা কোনো সাহায্য পাইনি, কিন্তু মায়ের গভীর বিশ্বাসের কারণেই আমরা ঘুরে দাঁড়িয়েছি। ঈশ্বরই ছিলেন আমাদের একমাত্র ভরসা।

পড়াশোনায় আপনি কেমন ছিলেন?

সত্যি বলতে, আমি খুব সাধারণ একজন ছাত্র ছিলাম। ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন দেখতাম ঠিকই, কিন্তু সেই অনুযায়ী আমার রেজাল্ট ভালো ছিল না। ধীরে ধীরে আমি আমার স্বপ্নের আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম। ঠিক তখনই ঈশ্বর আমার এক বন্ধুর মাধ্যমে বিদেশে ডাক্তার পড়ার

সুযোগ করে দিলেন। এমবিবিএস করার জন্য আমি চীনে গেলাম। সেখানে দেশ, মানুষ, ভাষা—সবকিছুই ছিল আমার কাছে একেবারে নতুন।

তখন আমি দেশের বাইরে। নতুন দেশ, নতুন মানুষ আর নতুন সংস্কৃতির মাঝে মানিয়ে নেওয়াটা খুব কঠিন ছিল। সব মিলিয়ে আমি ভীষণ একাকীত্বে ভুগছিলাম।

নতুন দেশে থাকাটা অবশ্যই কঠিন ছিল। আপনি কি করে পড়াশুনো সামলালেন?

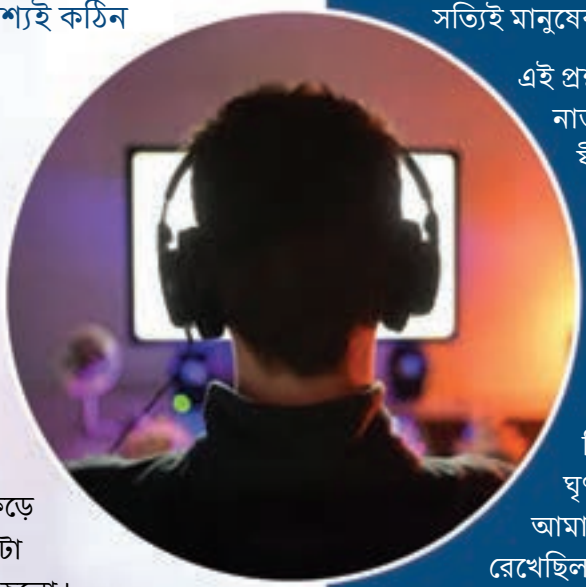

তখন আমি তৃতীয় বছরে পড়ি। একাকীত্ব কাটাতে আমি কম্পিউটারে ভিডিও গেম খেলতে শুরু করলাম। পড়াশোনায় আমি ভালো ছিলাম, রেজাল্টও ভালো হচ্ছিল; কিন্তু এই গেমিং আস্তে আস্তে আমার সব সময় কেড়ে নিতে লাগল। এক সময় এটা নেশায় (আসক্তি) পরিণত হলো। আমি প্রতিদিন গেম খেলতে বাধ্য হতাম।

বিদেশি মেডিকেল স্টুডেন্টদের জন্য ভারতে প্র্যাকটিস করতে হলে FMGE পরীক্ষা দেওয়া জরুরি। গেমিংয়ের নেশা থাকা সত্ত্বেও আমি প্রথমবারেই এই পরীক্ষায় পাস করি। একদিকে যেমন ঈশ্বরের দয়া আমার সাথে ছিল, অন্যদিকে আমি আমার মূল্যবান সময় নষ্ট করছিলাম। এভাবেই আমার কোর্স শেষ হলো।

আমি যখন ভারতে ফিরে এলাম, তখন শুরু হলো কোভিড-১৯ মহামারী। লকডাউনের সেই সময়ে আমি একদিন "এসো, প্রার্থনা করি" অনুষ্ঠানটি দেখা শুরু করলাম। আমি সেখানে শুনলাম যে ঈশ্বর আগে থেকেই এই মহামারী সম্পর্কে মানুষকে জানিয়েছিলেন এবং প্রার্থনা করতে বলেছিলেন। আমার মাথায় তখন একটা চিন্তা ঘুরপাক খেতে লাগল— "ঈশ্বর কি সত্যিই মানুষের সাথে কথা বলেন?"

এই প্রশ্নটা আমাকে ভেতর থেকে নাড়া দিল। আমি মন থেকে যীশুকে খুঁজতে শুরু করলাম। একদিন রাতে প্রার্থনার সময় আমি ঈশ্বরের এক অদ্ভুত ভালোবাসা অনুভব করলাম। সেই একটা মুহূর্ত আমার জীবন বদলে দিল। আমি মুক্তি পেলাম। সেদিন থেকেই ভিডিও গেমের প্রতি আমার সব ঘৃণা চলে এল, যা একসময় আমাকে দাসের মতো আটকে রেখেছিল।

যীশুকে পাওয়ার পর আমার জীবনে বড় পরিবর্তন এল। আমি এখন প্রার্থনায় অনেক সময় কাটাই। পবিত্র আত্মার স্পর্শ আমার জীবনকে বদলে দিয়েছে। এখন আমি মানুষের জন্য প্রার্থনা করি এবং ঈশ্বরের কাজ করি। এভাবেই ঈশ্বর আমাকে ব্যবহার করতে শুরু করেছেন।

এর পরপরই, ঈশ্বর আমার জন্য জেনারেল সার্জারিতে এমএস (MS) পড়ার সুযোগ করে দিলেন। বর্তমানে, আমি তিরুভারুর সরকারি মেডিকেল কলেজে স্নাতকোত্তর সার্জারির ছাত্র। ঈশ্বরের অশেষ কৃপায় এই বছরের এপ্রিলে আমার বিয়েও হয়েছে। ডাক্তার হিসেবে কাজ করার পাশাপাশি আমি প্রতিদিন মানুষের কাছে ঈশ্বরের ভালোবাসা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছি।

তরুণ প্রজন্মের জন্য আমার কিছু কথা:

তুমি আজ যে পরিস্থিতিতেই থাকো না কেন, মনে রেখো—একজন ঈশ্বর আছেন যিনি তোমাকে সত্যি ভালোবাসেন। তিনি তোমার পাশে আছেন, আর তিনি হলেন যীশু। তোমার নেশা বা জীবনযুদ্ধ যতই কঠিন হোক না কেন, তুমি যদি মন থেকে যীশুকে ডাকো, তবে তোমাকে সেই অন্ধকার থেকে মুক্ত করার ক্ষমতা তাঁর আছে।

আমার প্রিয় তরুণ বন্ধুরা,

ঈশ্বর যদি আজিনের মতো একজন সাধারণ ছাত্রকে—যে একসময় খেলার নেশায় ডুবে ছিল—তাকে চীন থেকে এমবিবিএস পাশ করিয়ে জেনারেল সার্জারিতে এমএস করার সুযোগ করে দিতে পারেন, তবে তিনি আপনাদের জীবনকেও বদলে দিতে পারেন।

আপনি যদি কোনো খারাপ অভ্যাসে আটকে থাকেন, তবে নিজেকে যীশুর কাছে সঁপে দিন। মন থেকে প্রার্থনা করুন এবং তাঁর দেখানো পথে চলুন।

ঈশ্বর অবশ্যই আপনাকে অনেক উঁচুতে তুলে ধরবেন!

স্বপ্নে লেখা একটি ইতিহাস!!

আমার সকল প্রিয় তরুণ সাফল্য অর্জনকারীদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা! আজ আমরা আমাদের স্বপ্ন এবং লক্ষ্যের জন্য যে সময় বিনিয়োগ করি তা আগামীকাল আমাদের বিশ্বের সামনে উজ্জ্বল করে তুলবে। যারা তাদের দেওয়া প্রতিটি মিনিট মনোযোগ এবং শৃঙ্খলার সাথে ব্যবহার করে, তারাই অবশেষে এমন একজন অর্জনকারী হিসেবে উঠে আসে যার সম্পর্কে কথা বলা শেষ করা যায় না। এমনই একটি অনুপ্রেরণামূলক উদাহরণ হলেন জেমিমা রডরিগস।

জেমিমা ভারতের মুম্বাইয়ের একটি সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। খুব ছোটবেলা থেকেই ক্রিকেট এবং হকির প্রতি তার গভীর আগ্রহ ছিল। স্কুল জীবনকালে, তিনি ক্রিকেটের উপর গুরুত্বারোপ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কোনও বড় সুযোগ-সুবিধা বা পেশাদার মাঠ না থাকায়, তিনি তার অ্যাপার্টমেন্টের বারান্দায় অনুশীলন শুরু করেছিলেন, প্রতিদিন তার বাবার সাথে প্রশিক্ষণ নিতেন। ক্রিকেটে সাফল্যের জন্য অটল দৃঢ় সংকল্পের দ্বারা পরিচালিত হয়ে, তিনি সকাল এবং সন্ধ্যায় একভাবে অনুশীলন করতেন। একই সাথে, তিনি কখনও তার পড়াশোনাকে অবহেলা করতেন না।

তার নিষ্ঠা থাকা সত্ত্বেও, জেমিমার নাম বেশ কয়েকটি ক্রিকেট নির্বাচন থেকে বাদ পড়েছিল। ব্যর্থতার পর ব্যর্থতা তার সামনে এসেছিল। কিন্তু নিরুৎসাহিত হওয়ার পরিবর্তে, তিনি আরও কঠোর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া জানান। মাত্র ১৭ বছর বয়সে, তিনি একটি ডাবল সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছিলেন, সমগ্র জাতির মনোযোগ তার দিকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। সেই মুহূর্তটি তার যাত্রার সূচনা করেছিল। তার পরেও তার পথ মসৃণ ছিল না। তিনি বারবার ব্যর্থতা, সোশ্যাল মিডিয়ায় কঠোর সমালোচনা এবং এমনকি ব্যক্তিগত আক্রমণের মুখোমুখি হয়েছিলেন, যার মধ্যে রয়েছে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের জন্য তার বাবার বিরুদ্ধে অভিযোগ। তবুও, জেমিমা হাল ছাড়তে রাজি হননি। তিনি দৃঢ়, মনোযোগী এবং নির্ভীক ছিলেন।

২০২৫ সালের ICC মহিলা বিশ্বকাপে, শক্তিশালী অস্ট্রেলিয়ান দলের বিরুদ্ধে, জেমিমা ১২৭ রানের একটি ম্যাচজয়ী ইনিংস খেলেন, শেষ অবধি অপরাজিত থাকেন এবং ভারতকে জয়ের দিকে নিয়ে যান। যীশুকে সমস্ত গৌরব প্রদান করে, তিনি সাহসের সাথে সাক্ষ্য দেন যে তিনিই তার সাফল্যের ভিত্তি। যে জায়গাগুলিতে তিনি একসময় অপমানের মুখোমুখি হয়েছিলেন, সেই জায়গাগুলি এখন এমন প্ল্যাটফর্মে পরিণত হয়েছে যেখানে লোকেরা তার উত্থানে বিস্মিত হয়। মাত্র ২৫ বছর বয়সে, জেমিমা ৫৮টি একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন, ১,৭২৫ রান করেছেন।

প্রিয় বন্ধুরা, যারা এটি পড়ছেন, একটি সাক্ষাৎকারের সময় জেমিমা বলেন, "আমার একমাত্র চিন্তা ছিল ভারতকে জিততে হবে।" তিনি বাইবেল থেকে ২ বংশাবলি ২০:১৭ পদের কথাও উল্লেখ করেছেন। কারণ তিনি তার লক্ষ্যের প্রতি পূর্ণ মনোযোগ দিয়েছিলেন এবং তার জীবনে ঈশ্বরকে প্রথমে স্থান দিয়েছিলেন, আজ তিনি লক্ষ লক্ষ তরুণ-তরুণীর কাছে একজন শক্তিশালী আদর্শ হিসেবে দাঁড়িয়ে আছেন।

জেমিমার মতো, তোমাকে দেওয়া প্রতিটি মুহূর্তকে সর্বোচ্চ কাজে লাগাও। তোমার বর্তমানকে নিজের করে নাও, আবেগের সাথে তোমার স্বপ্নের পিছনে ছুটো, এবং সাহসের সাথে তোমার ভবিষ্যৎকে রূপ দাও!

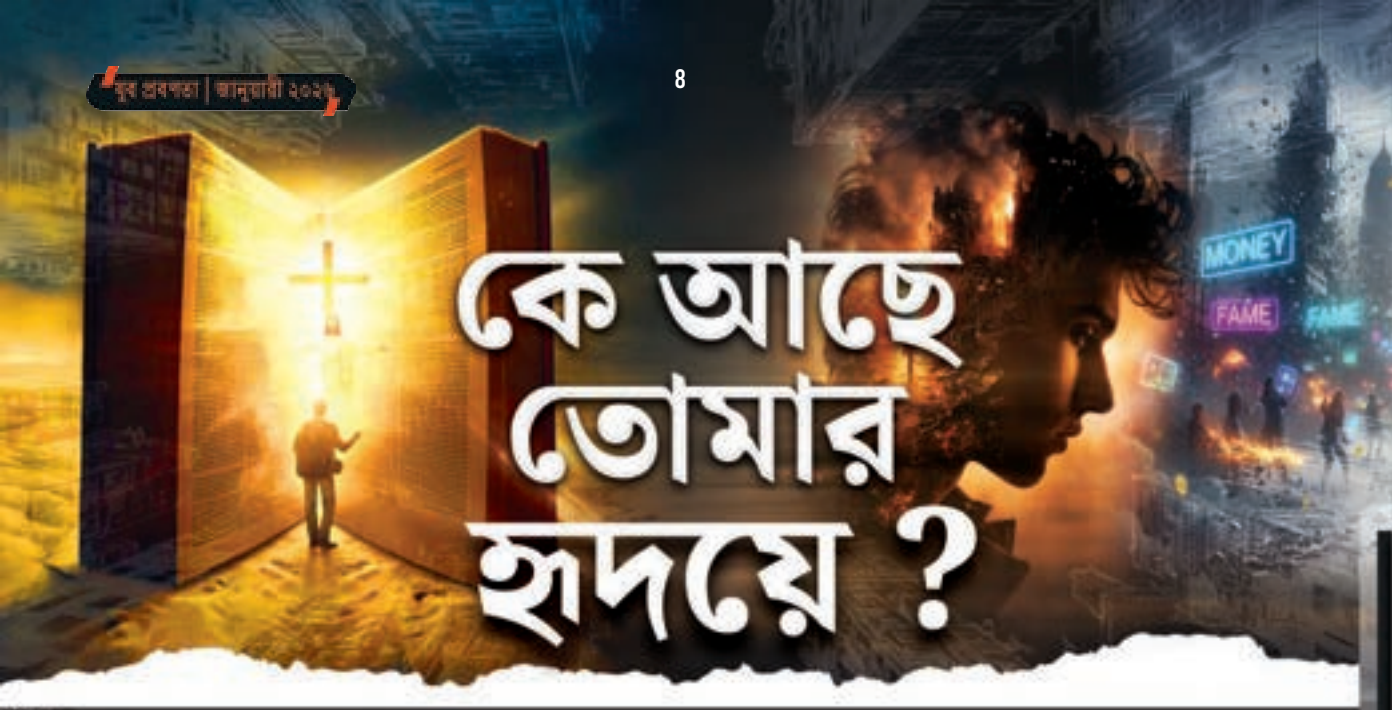

কে আছে তোমার হৃদয়ে ?

আজকের পৃথিবীতে আমরা সবাই যেন পৃথিবীর স্রোতে গা ভাসিয়ে দিচ্ছি। আমাদের জীবনযাপন, চাওয়া-পাওয়া-সবই অন্যদের মতো হয়ে গেছে। আর এই কারণেই আমরা তাদের মতোই হতাশা, ব্যর্থতা আর ক্লান্তিতে ডুবে থাকি। দুঃখের বিষয় হলো, অনেক চার্চ বা প্রার্থনা কেন্দ্রও এখন ঈশ্বরের চেয়ে জগতের চাকচিক্য আর পার্থিব লাভ-ক্ষতির দিকে বেশি ঝুঁকে পড়ছে।

কিন্তু একবার যীশু খ্রীষ্টের দিকে তাকিয়ে দেখুন। তিনি এই পৃথিবীতে এক বিজয়ী জীবন কাটিয়েছেন। কেন জানেন? কারণ তিনি কখনোই জগতের মত চলেননি। তিনি সবসময় তাঁর স্বর্গীয় পিতার সাথে যুক্ত ছিলেন, প্রতিদিন তাঁর কথা শুনতেন এবং তাঁর দেখানো পথে চলতেন। এভাবেই তিনি জগতকে জয় করেছিলেন।

এই পৃথিবী যা কিছুকে দামি বা আকর্ষণীয় মনে করে, ঈশ্বরের কাছে তার কোনো মূল্য নেই। বাইবেলে লেখা আছে: "তিনি জগতেই ছিলেন, এবং জগত তাঁর দ্বারাই সৃষ্টি হয়েছিল, তবুও জগত তাঁকে চিনতে পারেনি"(যোহন ১:১০)

আপনি যদি এখনও যীশুকে পুরোপুরি না চিনে থাকেন, তবে আপনার চিন্তা বদলানোর সময় এসেছে। আপনার মনের আমূল পরিবর্তন বা রূপান্তর প্রয়োজন।

"রূপান্তর" শব্দটির অর্থ একটি শুঁয়োপোকার প্রজাপতি হওয়ার গল্পের মতো। ভেবে দেখুন, একটি শুঁয়োপোকা যখন মাটিতে চলে, তখন তাকে দেখতে তেমন ভালো লাগে না। কিন্তু যখন সেটি প্রজাপতি হয়ে যায়, তখন সে সুন্দর হয়ে ওঠে এবং ডানা মেলে আকাশে ওড়ে। তার জীবনটাই পুরোপুরি বদলে যায়।

ঠিক তেমনি, আপনার মন যখন জগতের জিনিসের পিছনে ছোটা বন্ধ করে যীশুকে খুঁজতে শুরু করবে, তখন আপনার জীবনের মানও বদলে যাবে। আপনি এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছাবেন।

তবে এই বদল রাতারাতি হয় না। এটি একটি প্রতিদিনের প্রক্রিয়া। আপনি যত বেশি ঈশ্বরের বাক্য নিজের হৃদয়ে গেঁথে রাখবেন, আপনার মন ততই নতুন হয়ে উঠবে।

বাইবেলের সেই অপব্যয়ি পুত্রের ঘটনার কথা ভাবুন। সে তার বাবার সম্পত্তির ভাগ নিয়ে আয়েশ করে সব উড়িয়ে দিয়েছিল। নিজের ইচ্ছামতো চলতে গিয়ে শেষে তাকে শূকরের খাবার খেয়ে বেঁচে থাকতে হয়েছিল।

কিন্তু ভালোবাসা কী করেছিল?

জগত এবং বাবাকে ছেড়ে যাওয়ার পর সেই ছেলেটি কী পেয়েছিল? যন্ত্রণা, হতাশা আর লজ্জা ছাড়া আর কিছুই নয়।

শয়তান সবসময় এই পৃথিবীকে খুব রঙিন আর আকর্ষণীয় করে দেখায়, কিন্তু এর আড়ালে যে কী ভয়াবহ পরিণতি লুকিয়ে আছে, তা সে কখনোই আপনাকে বুঝতে দেয় না। আজ হয়তো এই জগত আপনাকে বাহবা দিচ্ছে, আনন্দ দিচ্ছে; কিন্তু মনে রাখবেন, একদিন এই জগতই আপনাকে একা ফেলে চলে যাবে। কিন্তু যীশুর ভালোবাসা কখনো বদলায় না।

সবকিছু হারানোর পর সেই অপব্যয়ী পুত্রের ভুল ভাঙল। তার মন বদলে গেল এবং সে তার বাবার কাছে ফিরে এল। বাবা তাকে ফিরিয়ে দিলেন না, বরং জড়িয়ে ধরলেন। তাকে নতুন পোশাক, আংটি আর জুতো পরিয়ে তার হারিয়ে যাওয়া সম্মান ফিরিয়ে দিলেন।

ঠিক এভাবেই যীশু আজ আপনার জীবন বদলে দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করছেন।

নিজেকে আজই বলুন, "পাপের পথে আর নয়। সাময়িক আনন্দের জন্য অনেক সময় নষ্ট করেছি, আর নয়।" জগতকে ছেড়ে যীশুকে বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিন। মনে রাখবেন, যতক্ষণ আপনি নিজে থেকে সিদ্ধান্ত না নেবেন, ঈশ্বর আপনাকে সাহায্য করতে পারবেন না।

আপনি কি আপনার জীবনের পরিবর্তন চান? আরও ভালো কোনো লক্ষ্যে পৌঁছাতে চান? তাহলে এই কথাটি মনে রাখুন:

"2 আর তোমরা এই জগতের রীতি অনুযায়ী চলো না, কিন্তু তোমাদের মনের নবীকরণ দ্বারা স্বরূপান্তরিত হও। তখন তোমরা ঈশ্বরের ইচ্ছাকে যাচাই ও অনুমোদন করতে পারবে, যা উৎকৃষ্ট, প্রীতিজনক ও সিদ্ধ।"(রোমীয় ১২:২)

বাইবেল আমাদের স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছে আমাদের কী এড়িয়ে চলা উচিত: "ধন্য সেই ব্যক্তি যে দুষ্টদের মন্ত্রণায় চলে না পাপীদের পথে দাঁড়ায় না, নিন্দুকদের আসরে বসে না।" (গীতসংহিতা ১:১)

এমনকি পিতরও, যিনি যীশুকে খুব ভালোবাসতেন, ভয়ে তাঁকে অস্বীকার করেছিলেন। তিনি আবার তাঁর পুরোনো পেশা মাছ ধরার কাজে ফিরে গিয়েছিলেন। কিন্তু সারা রাত পরিশ্রম করেও তিনি একটি মাছও ধরতে পারলেন না। ফলাফল হলো শুধু ক্লান্তি আর হতাশা। ভোরবেলা যীশু তীরে দাঁড়িয়ে বললেন, "নৌকার ডান দিকে জাল ফেলো।" তারা যখন তাঁর কথা মানল, তখন এত মাছ ধরা পড়ল যে তারা জাল টেনে তুলতে পারছিল না। পিতর যখন ঈশ্বরকে ছেড়ে নিজের বুদ্ধিতে চলতে চাইলেন, তখন তিনি ব্যর্থ হলেন। কিন্তু যখনই তিনি যীশুকে হৃদয়ে ফিরিয়ে আনলেন, তাঁর জীবনে আবার জয় ফিরে এল।

প্রিয় তরুণ বন্ধুরা, মনে রেখো- "এই পৃথিবী এবং এর সব মোহ একদিন শেষ হয়ে যাবে।" (১যোহন ২:১৭) এই জগত স্থায়ী নয়। যা আজ আছে কাল নেই, তার প্রেমে পড়বেন না। বরং যীশুকে ভালোবাসুন, যিনি আপনাকে অনন্ত জীবন দিতে পারেন। আজই সিদ্ধান্ত নাও। এখনই নাও। সেই সিদ্ধান্তে অটল থাকো। মনে রাখবে, সাময়িক আনন্দ চোখের পলকে হারিয়ে যায়, কিন্তু যীশুর সাথে কাটানো জীবন চিরস্থায়ী!

ক্ষণস্থায়ী এবং ধ্বংসের জন্য নির্ধারিত। যা বিলীন হয়ে যাচ্ছে তার প্রেমে পড়ো না। বরং, যীশুকে ভালোবাসো এবং খুঁজো, যিনি অনন্ত জীবন দান করেন। আজই সিদ্ধান্ত নাও। এখনই সিদ্ধান্ত নাও। সেই সিদ্ধান্তে নিবদ্ধ থাকো। আর কখনো ভুলে যেও না – ক্ষণস্থায়ী আনন্দ দ্রুত বিলীন হয়ে যায়, কিন্তু যীশুর সাথে জীবন চিরকাল স্থায়ী হয়!

Heart Beat

বন্ধুত্বের সত্যিকারের রং!

আমি আমার পরিবারের একমাত্র মেয়ে। আমি চেন্নাইতে একটি নামী কোম্পানিতে ভালো বেতনের চাকরি করতাম। আমার দুজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। যদিও আমি রোজগার করতাম, তবুও আমি আমার বাবা-মায়ের দেখাশুনার জন্য কখনও বাড়িতে টাকা পাঠাতাম না। আমি আমার হোস্টেল এবং মেসের ফি এবং যা অবশিষ্ট ছিল তা নিজেই দিয়েছিলাম। আমি সম্পূর্ণ নিজের উপর খরচ করেছি।

শুধু তাই নয় -আমি আমার বন্ধুদের প্রয়োজনের জন্যও অবাধে খরচ করতাম। যখনই আমরা খাবার বা কেনাকাটার জন্য বাইরে যেতাম, আমিই টাকা দিতাম। তারা যখনই চাইত, আমি তাৎক্ষণিকভাবে GPay-এর মাধ্যমে টাকা পাঠাতাম। তারা চাইতে থাকত যতক্ষণ না আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট শূন্য ব্যালেন্সে চলে যেত, এবং আমি কখনও না বলতাম না কিন্তু যে মুহূর্তে তারা বুঝতে পারল যে আমার কাছে আর কোনও টাকা অবশিষ্ট নেই, তারা আমার ফোন কলের উত্তরও দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। এটাই সবচেয়ে বেশি কষ্ট দিয়েছে।

আমার দায়িত্বজ্ঞানহীন খরচের অভ্যাসের কারণে, আমার বাবা-মা আমাকে খুব তিরস্কার করেছিলেন। অবশেষে, তারা আমাকে চাকরি ছেড়ে দিয়ে তাদের সাথে থাকার জন্য বাড়ি ফিরে যেতে বলেছিলেন। তাই আমি পদত্যাগ করে কেরালায় ফিরে এসেছি। এখন, অনেক চেষ্টা করেও, আমি অন্য চাকরি খুঁজে পাচ্ছি না এবং আমি খুব কষ্ট পাচ্ছি। আমার বাবা-মা আমাকে বারবার বলতে থাকেন যে আমি অকেজো, আমি কোনও কাজের নই এবং আমি কেবল তাদের কষ্ট দিই। আমি খুবিই ক্লান্ত বোধ করি। আমার আর বাড়িতে থাকতে ভালো লাগে না।

আমার বন্ধুদের আর্থিকভাবে সাহায্য করা কি আমার ভুল ছিল? আমি তাদের সত্যিকার অর্থেই ভালোবেসেছিলাম, বিনিময়ে কিছু আশা করিনি। কিন্তু আজ আমার কাছে কিছুই নেই - খালি এবং ভেঙে পড়া । এখন আমার কী করা উচিত? আমার ভবিষ্যতের কী হবে? আমি কি আবার উঠতে পারব? আমি কি এখনও জীবনে কিছু অর্জন করতে পারব?

- সোফিয়া, কেরালা.

প্রিয় বোন সোফিয়া,

তোমার কষ্ট এবং হতাশা গভীরভাবে বুঝতে পারছি। যখন ভালোবাসার সাথে কথা বলা উচিত এমন বাবা-মায়েরা এমন শব্দ ব্যবহার করেন যা তোমাকে আহত করে, এবং যখন তোমার উদারতা থেকে উপকৃত বন্ধুরা তোমার ডাকের উত্তরও দিতে পারে না, তখন এটি তোমাকে স্বার্থপর সম্পর্কের মধ্যে আটকে রাখে - প্রকৃত ভালোবাসা ছাড়া, প্রকৃত বন্ধুত্ব ছাড়া এবং একাকীত্বে ডুবে থাকা, সোফিয়া, তোমার নরম ও উদার হৃদয় যে অন্যদের সাহায্য করতে ভালোবাসে, তা সত্যিই সুন্দর। কিন্তু তোমায় এই সত্যটিও স্বীকার করতে হবে: অর্থ পরিচালনার ক্ষেত্রে জ্ঞানের অভাব আপনার বর্তমান সংগ্রামের পিছনে একটি প্রধান কারণ।

আজকাল, অনেক তরুণ-তরুণী কীভাবে উপার্জন করতে হয় তা জানে কিন্তু খুব কম লোকই জানে যে তারা কী উপার্জন করে তা কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। স্কুল এবং কলেজ পর্যন্ত। আমরা কেবল পকেটের টাকা ব্যয় করি। কিন্তু একবার চাকরি শুরু হলে এবং প্রথম বেতন আমাদের হাতে এসে পৌঁছালে, অনেকেই

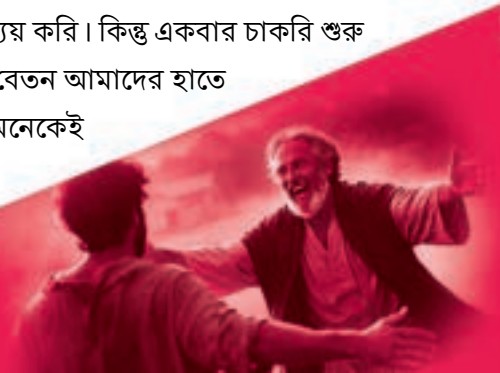

জানে না কোথায় সীমারেখা টানতে হবে - কত খরচ করতে হবে, কোথায় খরচ করতে হবে এবং কী এড়াতে হবে।

সোফিয়া, তোমার পরিস্থিতি দেখে বাইবেলের একটা গল্প মনে পড়ে গেল অপব্যয়ী পুত্রের কথা।

সে তার উত্তরাধিকার নিয়েছিল, ভুল সিদ্ধান্তের মাধ্যমে তা নষ্ট করেছিল এবং শেষ পর্যন্ত কিছুই পায়নি।

কিন্তু যে মুহূর্তে সে অনুতপ্ত হয়ে তার বাবার কাছে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, তার জীবন এক অভাবনীয় মোড় নেয়। সে যা হারিয়েছিল তা ফিরে পায়।

একইভাবে, সোফিয়া, তুমি আবার উঠতে পারো। তুমি চাকরি পাবে। তুমি অকেজো নও, কেউ যাই বলুক না কেন। তুমি এখনও সফল হতে পারো।

যদি এই ধরণের স্পষ্টতা আগে থাকত, তাহলে তুমি অনেক ভুল পথে হাঁটতে না বা অপ্রয়োজনীয়ভাবে অর্থ ব্যয় করতে না।

এমনকি যখন তুমি তোমার শহর ছেড়ে অন্য রাজ্যে চলে যাও, তখনও করণীয় এবং অকরণীয় কাজ সম্পর্কে স্পষ্টভাবে আলোচনা করা অপরিহার্য। তোমার জীবনকে দূষিত করে এমন যেকোনো কিছুকে কীভাবে না বলবে তা তোমার আগে থেকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

দৃঢ় সিদ্ধান্ত ছাড়া, অনেক মানুষ পিছলে পড়ে যায়, হতাশ হয়ে যায় এবং আর কখনও ওঠার শক্তি খুঁজে পায় না।

সোফিয়া, এখানে কিছু পদক্ষেপ তোমাকে নিতে হবে:

- মনে মনে স্থির করো যে তুমি উঠতে পারবে এবং তুমি সফল হবে। তোমার মানসিকতা হলো পুনরুদ্ধারের প্রথম ধাপ।
- যদি তুমি অধ্যবসায়ী থাকো, তাহলে কেরালায় তুমি একটা ভালো চাকরি পেতে পারো। হাল ছেড়ে দিও না। বিচক্ষণতার সাথে সঠিক বন্ধু নির্বাচন করো।
- তোমার চরিত্রকে কলুষিত করে এমন যেকোনো কিছু থেকে দূরে থাকার জন্য দৃঢ় সিদ্ধান্ত নাও।
- তোমার বেতন কীভাবে ব্যয় করবে তা পরিকল্পনা করো। পাপপূর্ণ বা অপ্রয়োজনীয় জিনিসে অর্থ অপচয় না করার সিদ্ধান্ত নাও।
- সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তুলুন - এটি তোমার ভবিষ্যৎ এবং এমনকি তোমার বিবাহের জন্যও উপকারী হবে।

যদি তুমি এই পরিবর্তনগুলো গ্রহণ করো, তাহলে তোমার জীবন আবার প্রস্ফুটিত হতে পারে।

সোফিয়া, ড্যানিয়েল নামের এক যুবকের স্পষ্ট সিদ্ধান্ত তাকে একটি পবিত্র জীবনযাপন করতে এবং প্রতিটি চ্যালেঞ্জের মধ্যে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে সাহায্য করেছে। যিনি ড্যানিয়েলকে সাহায্য করেছিলেন, তিনিই তোমাকেও সাহায্য করবেন।

ঈশ্বর প্রদত্ত প্রজ্ঞা এবং স্পষ্ট সিদ্ধান্তই তোমায় শীর্ষে নিয়ে যাবে!

ক্ষতির মাঝে ধৈর্য!

যারা ধৈর্য ধরে, আমরা তাদেরকে ধন্য বলি। তোমরা ইয়োবের ধৈর্যের কথা শুনেছ, এবং তোমরা দেখেছ কিভাবে প্রভু তাঁর গল্পটি শেষ করেছিলেন - প্রভু কিভাবে করুণা ও করুণায় পূর্ণ (যাকোব ৫:১১)।

শাস্ত্র নিজেই ইয়োবের ধৈর্যের সাক্ষ্য দেয়। যেহেতু ইয়োব ধৈর্য বেছে নিয়েছিলেন, তাই প্রভু তাকে পুনরুদ্ধার করেছিলেন এবং দ্বিগুণ আশীর্বাদ করেছিলেন।

বাইবেল আমাদের উৎসাহ দেয়: "আশায় আনন্দিত হও, কষ্টে ধৈর্য্যশীল হও, প্রার্থনায় বিশ্বস্ত থাকো" (রোমীয় ১২:১২)।

ইয়োব এই সত্যটি মেনে নিয়েছিলেন। তিনি কষ্টভোগের মধ্যেও ধৈর্য ধরেছিলেন। তার চারপাশের লোকেরা তাকে উপহাস করেছিল, তাকে দোষারোপ করেছিল, তার নীতিনিষ্ঠা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল - কিন্তু ইয়োব হাল ছাড়েননি। তিনি অবিচল ছিলেন।

এমনকি যীশুও সহ্য করেছিলেন। যখন তারা তাঁকে ভূতগ্রস্ত বলেছিল, তাঁর মুখে থুথু দিয়েছিল এবং তাঁর মাথায় কাঁটার মুকুট পরিয়েছিল, তখন তিনি ধৈর্য ধরেছিলেন। তবুও যখন আমাদের কথা আসে, তখন আমরা সামান্য অস্বস্তিও সহ্য করতে কষ্ট পাই। বিয়ের তিন মাস পর, লোকেরা বলতে প্রস্তুত থাকে, "আমি এই স্বামী চাই না" বা "আমি এই স্ত্রী চাই না" এবং ধৈর্য হারিয়ে ফেলার কারণে বিচ্ছেদের দিকে তাড়াহুড়ো করে।

আমাদের কষ্টের মধ্যে ধৈর্য ধরতে শেখা দরকার। পারিবারিক জীবনে চাপ, যন্ত্রণা এবং সমস্যা থাকবে। বাবা-মায়েদের তাদের সন্তানদের এই সত্যটি দিয়ে বড় করতে হবে: ধৈর্য ঐচ্ছিক নয়। এমনকি তার সবচেয়ে খারাপ সময়েও, ইয়োব ধৈর্য বেছে নিয়েছিলেন।

ইয়োব ৪২:৫-৬ পদে, ইয়োব বলেন, "আমার কান তোমার কথা শুনেছিল, কিন্তু এখন আমার চোখ তোমাকে দেখেছে। অতএব, আমি নিজেকে ঘৃণা

করি এবং ধুলো ও ছাইয়ের মধ্যে অনুতপ্ত হই।" ইয়োব এমন একজন মানুষ ছিলেন যিনি ঈশ্বরের সাথে দেখা করেছিলেন। তিনি কেবল ঈশ্বরের কথা শোনা থেকে তাঁকে দেখার দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন।

যাত্রাপুস্তক ৩৩:১৮ পদে, মোশি প্রার্থনা করেন, "আমাকে তোমার মহিমা দেখাও।" প্রভু উত্তর দেন, "কেউ আমার মুখ দেখে বাঁচতে পারে না। কিন্তু যেহেতু তুমি এত ক্ষুধার্তভাবে প্রার্থনা করছো, তাই পাথরের ফাটলে দাঁড়াও। আমি যখন পাশ দিয়ে যাব, তখন তুমি আমার পিঠ দেখতে পাবে।"

পুরাতন নিয়মে যে ঈশ্বরকে দেখা যেত না, তিনি নতুন নিয়মে যীশুর মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন।

প্রেরিত ৯ পদে, যীশু শৌলের কাছে আবির্ভূত হন এবং বলেন, "আমিই যীশু, যাকে তুমি তাড়না করছো।" শৌল যীশুকে দেখেছিলেন। আবার, প্রেরিত ২২:১৭ পদে, পৌল লেখেন যে মন্দিরে প্রার্থনা করার সময় তিনি প্রভুকে দেখেছিলেন। হ্যাঁ-যীশুকে দেখা যায়।

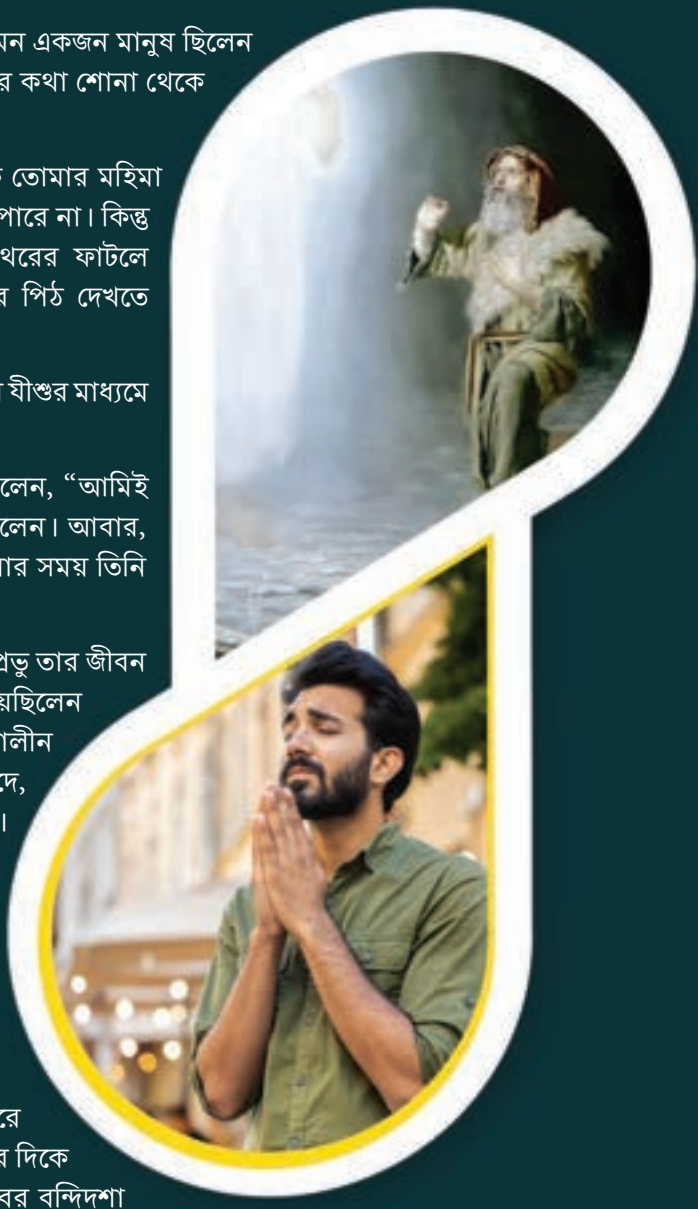

যখন ইয়োব তার বন্ধুদের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন, তখন প্রভু তার জীবন পুনরুদ্ধার করেছিলেন এবং তাকে আগের চেয়ে দ্বিগুণ দিয়েছিলেন (ইয়োব ৪২:১০)। লক্ষ্য করুন: ইয়োব বন্দী থাকাকালীন অন্যদের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। ইয়োব ৪২:৭-৮ পদে, ইয়োবের বন্ধুদের উপর ঈশ্বরের ক্রোধ জ্বলে উঠেছিল। তাদের বাঁচানোর জন্য, ইয়োব মধ্যস্থতা করেছিলেন। প্রভু বলেছিলেন যে তিনি তাদের ক্ষমা করবেন কারণ তিনি ইয়োবের প্রার্থনা শুনেছিলেন।

ইয়োব বলেননি, "আমি এখনও কষ্ট পাচ্ছি - আমি কীভাবে অন্যদের জন্য প্রার্থনা করতে পারি? আগে আমাকে ঠিক করুন।" ইয়োব যখন বুঝতে পারলেন যে ঈশ্বরের ক্রোধ তার বন্ধুদের উপর, তখন তিনি চিৎকার করে বললেন, "প্রভু, তাদের ক্ষমা করুন।" ঈশ্বর ইয়োবের মুখের দিকে তাকালেন, তার বন্ধুদের ক্ষমা করলেন এবং তখনি ইয়োবের বন্দিদশা ফিরিয়ে দিলেন। যখন আপনি অন্যদের জন্য প্রার্থনা করেন, তখন ঈশ্বর আপনার দিকে তাকান।

আজ আমাদের জাতির অনেকেই ঈশ্বরের হৃদয়কে দুঃখিত করে। পাপের কারণে। ঐশ্বরিক ক্রোধ ভূমির উপর পড়ে। তবুও প্রভু বলেন। "যদি তুমি প্রার্থনা করো, আমি ক্ষমা করব।" যখন আমরা তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে অনুরোধ করি প্রভু, আমার লোকদের ক্ষমা করুন। তাদের অজ্ঞতা ক্ষমা করুন। তাদের পাপ ক্ষমা করুন। আমি তাদের জন্য মাঝে দাঁড়িয়ে আছি" - ঈশ্বর জাতির উপর বিচার ফিরিয়ে দেন।

ঠিক যেমন প্রভু ইয়োবের বন্দিদশা পরিবর্তন করেছিলেন কারণ তিনি তার যন্ত্রণার মাঝখানে অন্যদের জন্য মধ্যস্থতা করেছিলেন, তেমনি তিনি তোমার বন্দিদশাও পরিবর্তন করবেন - এবং তোমাকে দ্বিগুণ আশীর্বাদ করবেন।

ধৈর্য ধরো। প্রার্থনা করো। তোমার পরিবর্তন তোমার ভাবনার চেয়েও কাছে।

ঈশ্বরকে খুশি করা উপাসক

দায়ূদ

দায়ূদ এমন একজন ছিলেন যিনি সত্যিই ঈশ্বরকে খুশি করেছিলেন। তিনি খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে প্রভুর সন্ধান করতেন। ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি তাঁর হৃদয় আবেগে উদ্বেলিত ছিল, এবং যেহেতু তিনি এটিকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন, তাই তিনি এটি অনুসারে জীবনযাপন করতে চেয়েছিলেন। তিনি এমনভাবে শাসন করতেন যা ঈশ্বরকে সম্মানিত করত এবং সেই কারণেই ঈশ্বর দায়ূদের উপর অত্যন্ত আনন্দিত হতেন।

দাউদ সঠিক কাজ করার জন্য পরিচিত ছিলেন। জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, তিনি ঈশ্বরকে তার সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালোবাসতেন। হ্যাঁ, তিনি মাঝে মাঝে ভুল করেছিলেন - কিন্তু তিনি কখনও ভুলের মধ্যে আটকে থাকতেন না। যে মুহূর্তে তিনি তার ব্যর্থতা বুঝতে পেরেছিলেন, তিনি অনুতপ্ত হয়েছিলেন, ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন এবং ঈশ্বরের সান্নিধ্যে ফিরে এসেছিলেন। এই আত্মসমর্পণকারী হৃদয়ের কারণে, ঈশ্বর দায়ূদকে উঁচুতে তুলেছিলেন এবং তাকে ইস্রায়েলের রাজা করেছিলেন।

প্রিয় তরুণরা, যখন তোমরা দায়ূদের মতো ঈশ্বরকে ভালোবাসতে বেছে নিবে, তখন ঈশ্বর অবশ্যই তোমাদেরও উঁচু করে তুলবেন।

ইয়োব

অসহ্য যন্ত্রণা, যন্ত্রণা, অপমান, সন্তান হারানো, সম্পদ হারানো, এমনকি তীব্র অসুস্থতার মাঝেও - ইয়োব তার বিশ্বাসে দৃঢ় ছিলেন। তিনি ধৈর্যের সাথে প্রতিটি পরীক্ষা সহ্য করেছিলেন। সবকিছু হারানোর পরেও, তিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরে যাননি।

পরিবর্তে, তিনি ঈশ্বরের ধার্মিকতা এবং প্রেমের উপর আস্থা রেখেছিলেন এবং বিশ্বস্ত ছিলেন। ইয়োব একজন ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন যিনি ঈশ্বরকে ভয় করতেন এবং তাঁর পথে চলতেন। এবং শেষ পর্যন্ত, ঈশ্বর ইয়োবের হারানো সবকিছু পুনরুদ্ধার করেছিলেন - এবং তাকে দ্বিগুণ আশীর্বাদ করেছিলেন।

প্রিয় তরুণরা, জীবনে যা-ই হারাও না কেন, যীশুর প্রতি তোমার ভালোবাসা কখনো হারাবে না। যখন তুমি তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকতে বেছে নিবে, তখন প্রভু তোমাকে দ্বিগুণ অনুগ্রহ দিয়ে আশীর্বাদ করবেন।

ঈশ্বরকে যারা খুশি করেনি!

অম্নোন

অম্নোন তার নিজের বোনের প্রতি আকর্ষিত হয়েছিল। ছলনা এবং কৌশলের মাধ্যমে, সে তার পাপপূর্ণ কামনা পূরন করার জন্য সাবধানতার সাথে পরিকল্পনা করেছিল। সে তার নিষ্পাপ বোন তামরকে একটি অনৈতিক কাজে বাধ্য করেছিল এবং তাকে ধর্ষণ করেছিল।

একবার তার ইচ্ছা পূরণ হয়ে গেলে, তথাকথিত "ভালোবাসা" তাৎক্ষণিকভাবে তার দাবি করা আকাঙ্ক্ষার চেয়েও শক্তিশালী ঘৃণায় পরিণত হয়। তার স্বার্থপর কামনার জন্য তাকে ব্যবহার করার পর, সে নির্দয়ভাবে তাকে তাড়িয়ে দেয়।

প্রিয় তরুণরা, অম্নোনের মতো হয়ে উঠো না - সে কামনার প্রলোভনে পাপের কাছে নতি স্বীকার করে ঈশ্বরকে অসন্তুষ্ট করেছিল। তোমার হৃদয়কে রক্ষা করো। পবিত্রতা বেছে নাও। এমন একটি জীবন বেছে নাও যা প্রভুকে সম্মান করে।

ফরীশী

একজন ফরীশী এবং একজন কর আদায়কারী মন্দিরে প্রার্থনা করতে গিয়েছিলেন। ফরীশীটি অত্যন্ত ধর্মীয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। আত্মবিশ্বাসের সাথে দাঁড়িয়ে, সে গর্বের সাথে ঈশ্বরের সামনে তার সৎকর্মগুলি তালিকাভুক্ত করেছিল:

"ঈশ্বর, আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাই যে আমি পাপী বা ব্যভিচারীদের মতো নই। আমি সপ্তাহে দু'বার উপবাস করি এবং আমার যা কিছু আয় হয় তার দশমাংশ দান করি। আমি কাছে দাঁড়িয়ে থাকা এই কর আদায়কারীর চেয়ে অনেক বেশি ধার্মিক। আমাকে রক্ষা করো।"

কিন্তু কর আদায়কারী নিজেকে অযোগ্য মনে করল। সে দূরে দাঁড়িয়ে রইল, হাঁটু গেড়ে বসল, স্বর্গের দিকে চোখ তুলতেও পারল না, এবং বুক চাপড়াতে চাপড়াতে চিৎকার করে বলল, "ঈশ্বর, আমার প্রতি দয়া করুন, আমি একজন পাপী।" কর আদায়কারীর প্রার্থনায় ঈশ্বর সন্তুষ্ট হলেন, এবং তিনি বিনয়ী হয়ে বাড়ি ফিরে গেলেন। কিন্তু ঈশ্বর সেই ফরীশীর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন না, যে গর্ব এবং আত্ম-ধার্মিকতায় বাস করত। (লূক ১৮:১০-১৪)

প্রিয় তরুণরা, কেউ কেউ ফরীশীদের মতো প্রার্থনা করে, যারা নিজেদের ধার্মিকতা নিয়ে গর্ব করে। আবার কেউ কেউ নিজেদের বিনয়ী করে, ঈশ্বরের করুণার জন্য চিৎকার করে, খ্রীষ্টের ধার্মিকতা গ্রহণ করে এবং আলোতে চলে। তুমি এর মধ্যে কোনটা?

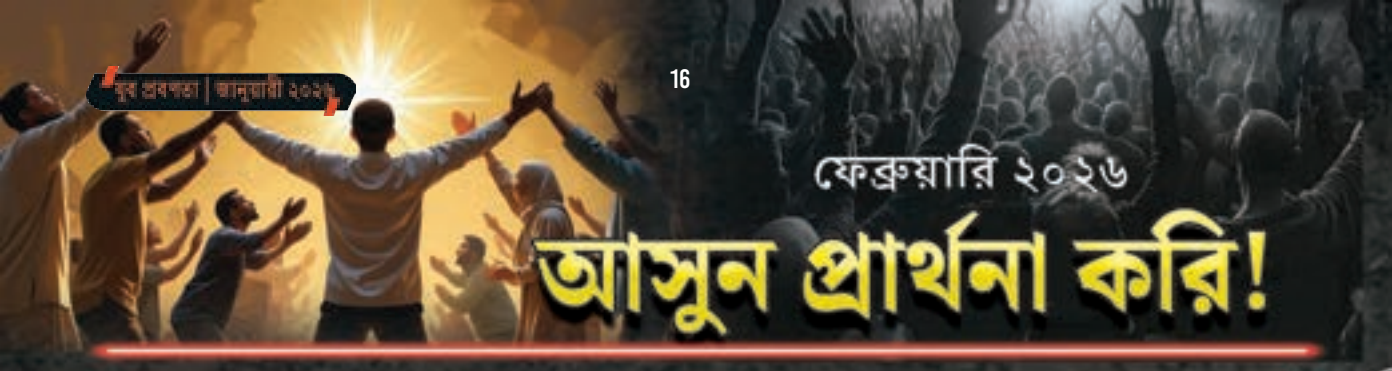

ফেব্রুয়ারি ২০২৬

আসুন প্রার্থনা করি!

আসক্তি

আসুন আমরা মাদক, বড়ি এবং ইনজেকশন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করার জন্য এবং তাদের ধ্বংসাত্মক প্রভাব সম্পর্কে ব্যাপক সচেতনতার জন্য আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করি। বিশেষ করে, আসুন আমরা শিশু এবং যুবকদের জন্য আর্তনাদ করি -যারা প্রভুর দ্বারা পরিচিত এবং নির্বাচিত - যারা আসক্তিতে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে , ঈশ্বর তাদের উদ্ধার, পুনরুদ্ধার এবং সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করবেন।

শেষ সময়ের লক্ষণ

সরকারী আবহাওয়া সংস্থা অনুসারে, মাত্র পাঁচ মাসে (জুলাই-নভেম্বর), তুরস্ক, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, ফিলিপাইন, আফগানিস্তান এবং প্রশান্ত মহাসাগর সহ ১৩টি অঞ্চলে ১,২৮০টিরও বেশি হালকা থেকে মাঝারি ভূমিকম্প রেকর্ড করা হয়েছে। যখন আমরা এই শেষ সময়ের লক্ষণগুলি আমাদের চোখের সামনে প্রকাশ পেতে দেখি, আসুন আমরা আধ্যাত্মিক বোঝা এবং বুদ্ধির সাথে প্রার্থনা করি।

খেলাধুলায় নিষিদ্ধ সমস্যা

ওয়াদা (WADA)-র ২০২৪ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী, খেলায় নিষিদ্ধ ওষুধ ব্যবহার করে নিয়ম ভাঙার তালিকায় ভারত টানা তিন বছর ধরে সারা বিশ্বে প্রথম হয়েছে। এটা আমাদের দেশের খেলার জগতের জন্য খুব চিন্তার বিষয়। আসুন আমরা প্রার্থনা করি যেন এই পরিস্থিতির দ্রুত উন্নতি হয় এবং খেলোয়াড়রা সততার সাথে খেলে দেশের সম্মান ফিরিয়ে আনে।

ফুসফুসের রোগ

সারা বিশ্বে, প্রায় ৪৫০ মিলিয়ন মানুষ, যা বিশ্বের জনসংখ্যার প্রায় ৭% - প্রদাহজনক ফুসফুসের রোগে আক্রান্ত। প্রতি বছর, এই অবস্থার কারণে প্রায় ৪ কোটি মানুষ প্রাণ হারায়। প্রার্থনা করুন যে প্রভু সম্পূর্ণ আরোগ্যের আদেশ দিন এবং এই রোগে আক্রান্ত সকলের মধ্যে নতুন জীবন সঞ্চার করুন।

টাইপ ১ ডায়াবেটিসের সাথে লড়াই করা শিশুরা

আসুন আমরা ভারত জুড়ে ৯ লক্ষ শিশুর জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, যার মধ্যে তামিলনাড়ুর ১৫,০০০ শিশুও রয়েছে, যারা টাইপ ১ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত। প্রভু তাদের সুস্থ করুন এবং তাদের পরিবারকে শক্তিশালী করুন।

মাদক সেবনে ধরা পড়া যুবক

স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে মাদকাসক্তি খুবই বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনেক তরুণ দের জীবন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে - দেহ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, ভবিষ্যৎ হারিয়ে যাচ্ছে, এবং জীবন ছোট হয়ে যাচ্ছে। আসুন আমরা প্রার্থনা করি যে প্রভু শক্তিশালীভাবে এই তরুণদের আসক্তির কবল থেকে উদ্ধার করবেন এবং তাদের জীবন ও আশার দিকে পরিচালিত করবেন।

শিশু পাচার

আসুন আমরা প্রার্থনা করি যে শিশুদের অপহরণ এবং জোরপূর্বক শ্রমে নিযুক্ত করার সাথে জড়িত চক্রগুলি উন্মোচিত হয় এবং গ্রেপ্তার করা হয়, শিশুদের উদ্ধার করা হয় এবং এই অমানবিক অপরাধের সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর আইন প্রয়োগ করা হয়।

সমস্যায় কৃষকরা

গত বছরের সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বরের মধ্যে শুধুমাত্র মহারাষ্ট্রেই ৭৬৬ জন কৃষক আত্মহত্যা করেছেন। প্রার্থনা করুন যে সরকার কার্যকর পদক্ষেপ নেবে এবং এই মর্মান্তিক প্রাণহানি বন্ধ হবে। কৃষকদের মধ্যে আবার আশা জাগবে।

বিশ্বব্যাপী নির্যাতীত খ্রিস্টানরা

বিশ্বজুড়ে, ২৬ কোটি খ্রিস্টান কেবল যীশুকে অনুসরণ করার জন্য তীব্র নির্যাতনের সম্মুখীন হয়। প্রতি নয়জন খ্রিস্টানের মধ্যে একজন তীব্র যন্ত্রণা ভোগ করে এবং প্রতিদিন দুইজন বিশ্বাসী তাদের বিশ্বাসের জন্য নিহত হয়। আসুন প্রার্থনা করি যে নির্যাতনের অবসান হোক এবং ঈশ্বরের সুরক্ষা এবং শান্তি তাঁর লোকেদের আচ্ছাদিত করুক।

ভারতে তরুণদের মধ্যে বেকারত্ব

ভারতে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি যুব জনসংখ্যা রয়েছে, তবুও তাদের সংখ্যার সাথে মিল নেই। বর্তমানে কর্মসংস্থানযোগ্য যুবকদের মাত্র ৪০% কর্মরত, যেখানে ৩০% এরও বেশি বেকার রয়েছেন। গবেষণায় দেখা গেছে যে বেকারত্ব একটি প্রধান উদ্বেগ, বিশেষ করে মধ্যবিত্ত যুবকদের মধ্যে। CMIE এর তথ্য অনুসারে, শহরে বেকারত্ব ৮.৪% এবং গ্রামীণ বেকারত্ব ৭.৫% এ উন্নীত হয়েছে। আসুন প্রার্থনা করি যে তরুণরা তাদের শিক্ষা এবং দক্ষতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ চাকরি খুঁজে পাবে এবং সুযোগের দরজা খুলে যাবে।

আসুন আমরা একসাথে প্রার্থনায় দাঁড়াই - বিশ্বাস করি, আশা করি এবং ঈশ্বরের উপর আস্থা রাখি যে তিনি আমাদের প্রজন্মে শক্তিশালীভাবে এগিয়ে যাবেন।

দীপ্তির ফাঁদ এবং ঈশ্বরের আলো

বর্ষাকাল চলে গেছে, আর আমরা শীতকালের প্রায় শেষের দিকে। খাল-বিল উপচে পড়ছে, ক্ষেত জলে ভরে যাচ্ছে, আর ফসল সবুজে ঘেরা - এই সময়টা প্রাচুর্যের ঋতু।

একই সময়ে, এটি এমন একটি ঋতু যখন ছত্রাক এবং পোকামাকড় দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

যেহেতু পোকামাকড় ফসল ধ্বংস করতে পারে, তাই কৃষকরা মাঝে মাঝে রাতে তাদের ক্ষেতের মাঝখানে একটি বাতি ঝুলিয়ে রাখেন। আলোর আলোয় আকৃষ্ট হয়ে পোকামাকড়গুলি আলোর দিকে ছুটে যায়, প্রদীপের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং এর তাপে মারা যায়। সকাল নাগাদ, হাজার হাজার প্রাণহীন পোকামাকড়ের দেহ এর নীচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকে।

যখন আমরা থেমে ভাবি - কেন এই পোকামাকড়গুলি একসাথে তাদের মৃত্যুর দিকে ছুটে গেল?- উত্তরটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে: তারা আলোর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। বিজ্ঞান হয়তো অনেক তত্ত্ব দিয়ে এটি ব্যাখ্যা করতে পারে, কিন্তু যদি তারা আরও একটু সতর্ক থাকত, তাহলে তারা এই ধরনের অকাল মৃত্যু থেকে বাঁচতে পারত। এমনকি অন্যান্য পোকামাকড়কে তাদের চোখের সামনে পড়ে যেতে এবং ধ্বংস হতে দেখার পরেও তারা তাদের পথ পরিবর্তন করতে ব্যর্থ হয়। একে একে, তারা একই পথ অনুসরণ করেছিল এবং একই পরিণতির সম্মুখীন হয়েছিল।

জীবনও অনেকটা একইভাবে কাজ করে। মাঝে মাঝে, পৃথিবীর আলো আমাদের টেনে নেয়। যারা সেই আলোর দেখানো দিকনির্দেশনার পিছনে ছুটতে থাকে তারা প্রায়শই গভীর, ধ্বংসাত্মক গর্তে পড়ে যায়।.

মানুষ ধরে রাখার জন্য সবসময়ই কোন না কোন আকর্ষণের প্রয়োজন হয়।

আর যখন যৌবনের কথা আসে, তখন বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ হালুয়া খাওয়ার মতোই লোভনীয় হতে পারে। ৫০ গ্রামের বেশি হালুয়া খেলে তা বিরক্তিকর মনে হতে শুরু করে - ব্যতিক্রম খুব কমই হতে পারে। কিন্তু বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ, যতক্ষণই স্থায়ী হোক না কেন, কখনও তার মিষ্টতা হারায় না। আর ঠিক এখানেই শয়তান তার ফাঁদ পাতে - মাঠের মাঝখানে একটি উজ্জ্বল প্রদীপের মতো, হুকের উপর টোপ দেওয়ার মতো। শেষ পর্যন্ত, টোপ পেতে আগ্রহী বড় মাছটি ফাঁসিতে ঝুলন্ত বন্দীর মতো লড়াই করতে থাকে।

পৃথিবীর ঝলমলে আলো আকাঙ্ক্ষাকে আকর্ষণ হিসেবে বহন করে, কিন্তু এটি কখনই প্রকৃত ভালোবাসার গভীরতা বহন করে না।

এবার, আমার সাথে এটি কল্পনা করুন: একটি বিশাল বাজারের কল্পনা করুন যেখানে বিভিন্ন ধরণের ভালোবাসা বিক্রি হচ্ছে। আমরা সেখানে প্রবেশ করি, প্রকৃত ভালোবাসা খুঁজে পেতে এবং এর জন্য সঠিক মূল্য দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

প্রথম দোকানে, একজন পুরুষ এবং একজন মহিলার মধ্যে ভালোবাসা প্রদর্শিত হয়। যখন আমরা এটিকে বিশুদ্ধ কিনা তা নিবিড়ভাবে পরীক্ষা করি, তখন আমরা দেখতে পাই যে এটিতে অনেক অমেধ্য মিশ্রিত রয়েছে। এটি শর্তসাপেক্ষে বিক্রি করা হয় এবং প্রায়শই এটি নড়বড়ে এবং সহজেই ভেঙে যায়। আরও ভাল কিছু খোঁজার সিদ্ধান্ত নিয়ে, আমরা এগিয়ে যাই।

পরের দোকানে, ভাইবোনের স্নেহ বিক্রি হচ্ছে। প্রথম নজরে, এটি আসল বলে মনে হয়, কিন্তু সময়ের সাথে সাথে, এটিও দূষিত হয়ে যায়। আরও এগিয়ে গিয়ে, আমরা দেখতে পাই বন্ধুত্ব বিক্রি হচ্ছে। "এটি হতাশাজনক দেখাচ্ছে," আমরা ভাবি। কিন্তু যখন পরীক্ষা করা হয়, তখন এই প্রেমও অবশেষে তার সীমাবদ্ধতা এবং আপস প্রকাশ করে।

এরকম সাতটি দোকান পেরিয়ে আমরা অষ্টম দোকানে প্রবেশ করি। সেখানে আমরা এমন এক ভালোবাসা দেখতে পাই যা দেখতে বিশুদ্ধ, সুন্দর এবং অবিশ্বাস্যভাবে গভীর। কিন্তু তার উপরে একটি সাইনবোর্ড ঝুলছে: "বিক্রয়ের জন্য নয়।"

আমাদের হৃদয় গভীরে যায়। যদি কেনা যায় না, তাহলে কেন এমন ভালোবাসা দেখাব?

আর তারপর, সেই ভালোবাসার মালিক এগিয়ে এসে বলেন, "এটা স্বাধীনভাবে গ্রহণ করুন।" হতবাক হয়ে আমরা উপরের দিকে তাকাই এবং তাঁর মুখ দেখতে পাই। ক্রুশবিদ্ধ ব্যক্তির লালচে মুখ আমাদের হৃদয়ের গভীরে তাকিয়ে থাকে, ভগ্ন চিন্তাভাবনা এবং ব্যর্থতায় ভরা হৃদয়। ঠিক সেই মুহূর্তে, যদি আমরা হাঁটু গেড়ে আত্মসমর্পণ করি, চিৎকার করে বলি, "আমার উপর দয়া করো, আমি একজন পাপী। আমার পাপ ক্ষমা করো,"

তিনি আমাদের জীবনে মহান পথপ্রদর্শক আলো হিসেবে প্রবেশ করেন।

যে ভালোবাসা কেনা যায় না, যে ভালোবাসার মূল্য দেওয়া যায় না, তা আমাদের ছোট হৃদয় থেকে ভাঙা বাঁধের মতো উপচে পড়তে শুরু করে। তার উজ্জ্বল মুখটি আমাদের পথ দেখায় এমন ঐশ্বরিক আলো, আমাদের পায়ের জন্য প্রদীপ। এটি পতঙ্গ ধ্বংসকারী প্রাণঘাতী প্রদীপ নয়, এটি নিখুঁত ভালোবাসার মহৎ আলো যা জীবনের পথ আলোকিত করে।

প্রিয় বন্ধুরা, এই পৃথিবী প্রতিদিন মিডিয়া এবং প্রভাবের মাধ্যমে আমাদের দিকে সস্তা আকাঙ্ক্ষা এবং অগভীর আনন্দ নিরলসভাবে ঠেলে দিচ্ছে। ধ্বংসের দিকে টেনে আনা থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় আছে। এটি শুরু হয় সেই ব্যক্তির কণ্ঠস্বরের কাছে আত্মসমর্পণের মাধ্যমে যিনি বলেছিলেন, "আমিই পথ, সত্য এবং জীবন।"

সেই আত্মসমর্পণ যেন বীজ হিসেবে অঙ্কুরিত হয়, উদ্ভিদে পরিণত হয়, গাছে পরিণত হয়, এক বিশাল বনে পরিণত হয় এবং অবশেষে এমন ফল ধরে যা তোমার সমগ্র জীবনকে প্রাচুর্যে ভরে দেয়।

সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সর্বদা তোমার সাথে চলুক।

মারানাথ !

পরীক্ষার মাঝে..!

তামিলনাড়ুর পূর্বঘাট পর্বতমালায় অবস্থিত কোল্লিমালাই, পাচামালাই, কালভারায়ণ মালাই, বোধমালাই এবং পৈথুর মালাই পাহাড়। এই মিশনারি জীবনীতে মি: জেসি মান ব্র্যান্ড (১৮৮৫-১৯২৯) তাঁর স্ত্রীর সাথে সাহসের সাথে এই দুর্গম অঞ্চলে খ্রিস্টের সুসংবাদ পৌঁছে দিয়েছিলেন এবং পাহাড়ি সম্প্রদায়ের জীবনকে আমূল উন্নীত করেছিলেন তার শক্তিশালী গল্প বলা হয়েছে।

জেসি মান ১৮৮৫ সালে ইংল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা শিশুদের আধ্যাত্মিক জীবন লালন-পালন এবং বাইবেল শিক্ষা দেওয়ার প্রতি গভীরভাবে নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। যদিও জেসি মান ছোটবেলা থেকেই ঈশ্বরের সেবা করার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতেন, তবুও তিনি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করেননি। মাত্র ১৪ বছর বয়সে, তিনি ব্রাউন নামে একজন প্রচারককে প্রার্থনা করতে শুনতে পান, “যীশু, শীঘ্রই আসছেন।”। এই কথাগুলি তাকে গভীরভাবে সাড়া দেয়। হঠাৎ এক ভয় তার হৃদয়কে গ্রাস করে - “যীশু যদি শীঘ্রই আসেন এবং আমি প্রস্তুত না থাকি?” সেই মুহূর্তে, জেসি মান ঈশ্বরের সামনে তার পাপ স্বীকার করেন এবং পুনর্মিলনের মাধ্যমে শান্তি খুঁজে পান।

২০ বছর বয়সে, তিনি তার জীবন সম্পূর্ণরূপে মিশনারি কাজে উৎসর্গ করেছিলেন। এক বছর চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়নের পর, তিনি ২২ বছর বয়সে একটি বিশেষ সিদ্ধান্ত নেন -১৯০৭ সালে আরামদায়ক, সমৃদ্ধ জীবন ছেড়ে ভারতে আসেন। দুই বছরের মধ্যে তিনি তামিল ভাষা আয়ত্ত করেন। ২৪ বছর বয়সে, তাকে সালেম জেলার সেন্থামঙ্গলমে পাঠানো হয়। যদিও তাকে ইঁদুর ভর্তি একটি কুঁড়েঘর দেওয়া হয়েছিল, তবুও তিনি কোনও অভিযোগ করেননি। পরিবর্তে, তিনি সেখানে একটি ছোট হাসপাতাল স্থাপন করেন এবং চিকিৎসার মাধ্যমে যীশুর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করেন।

কোল্লিমালাইয়ের ঘন বন বন্য ভালুক এবং নেকড়ে দিয়ে ভরা ছিল, তবুও তা তাকে থামাতে পারেনি। তিনি কয়েক কিলোমিটার হেঁটে খাড়া পাহাড়ে উঠেছিলেন, এক আবেগে - মানুষের সাথে খ্রিস্টের ভালোবাসা ভাগ করে নেওয়ার জন্য। পাহাড়ি লোকেরা যখন তাকে প্রথম প্যান্ট এবং শার্ট পরা দেখতে পেল, তখন তারা ভয়ে পালিয়ে গেল। চিকিৎসাধীন একজন ব্যক্তি যখন ব্যাখ্যা করলেন যে তিনি একজন ডাক্তার এবং ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই, তখনই তারা কাছে এলেন। জেসি মান তাদের সাথে নম্রতার সাথে আচরণ করলেন এবং তাদের সাথে যীশু সম্পর্কে কথা বললেন। কোল্লিমালাইতে ২০০ টিরও বেশি গ্রাম রয়েছে জানতে পেরে, তিনি তাদের সেবা করার জন্য তাদের মধ্যে ফিরে আসার এবং বসবাস করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। সেই রাতেই, তিনি সেন্থামঙ্গলমে ফিরে গেলেন।

১৯১২ সালে, ২৭ বছর বয়সে, তিনি তার মেডিকেল ডিগ্রি সম্পন্ন করার জন্য ইংল্যান্ডে ফিরে আসেন এবং শীঘ্রই

সেন্থামঙ্গলমে ফিরে আসেন। সেখান থেকে, তিনি কোল্লিমালাইয়ের ভাজভান্থি নামক একটি জায়গায় হেঁটে যান। তিনি গ্রামের পুরোহিতের দেওয়া একটি ছোট খড়ের কুঁড়েঘরে থাকতেন এবং গ্রাম থেকে গ্রামে ভ্রমণ করতে শুরু করেন, চিকিৎসা প্রদান করেন এবং যীশুর বার্তা ভাগ করে নেন।

১৯১৩ সালের আগস্ট মাসে, জেসি মান সেন্থামঙ্গলমে এভলিনকে বিয়ে করেন। সেই সন্ধ্যায়ই নবদম্পতি সরাসরি ভাজভান্তিতে চলে যান। গ্রামজুড়ে চিকিৎসা শিবির পরিচালনা করার সময়, তারা প্রায়শই ছাগলের খোঁয়াড় বা গবাদি পশুর আস্তানায় থাকতেন। যদিও লোকেরা জেসি মান দ্বারা সমস্ত চিকিৎসা সাহায্য সানন্দে গ্রহণ করেছিল, দীর্ঘ ছয় বছর ধরে, একজনও ব্যক্তি খ্রিস্টকে গ্রহণ করেনি।

দশ বছর পর, তাদের সন্তানরা - পল ব্র্যান্ড (৯) এবং কনি (৬) - ইংল্যান্ডের একটি বোর্ডিং স্কুলে ভর্তি হয়। ছুটির পরে তাদের সন্তানদের রেখে যাওয়া জেসি মান এবং এভলিনের জন্য হৃদয়বিদারক ছিল। জেসি মান যা জানতেন না তা হল এটিই হবে তাদের শেষ দেখা। কোল্লিমালাই জনগণের আত্মার জন্য গভীরভাবে ব্যথিত, তারা এক মাসের মধ্যেই ইংল্যান্ড থেকে ফিরে আসেন।

কোল্লিমালাইয়ের দরিদ্র ও অনাথ শিশুদের দুর্দশা দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে, জেসি মান ইংল্যান্ড থেকে প্রাপ্ত সহায়তা ব্যবহার করে ছেলে ও মেয়েদের জন্য পৃথক হোস্টেল তৈরি করেছিলেন। মাত্র এক বছরে, তিনি প্রায় ২৫,০০০ রোগীর চিকিৎসা করেছিলেন, ৬০০ টিরও বেশি অস্ত্রোপচার করেছিলেন এবং ধারাবাহিকভাবে কর্মের মাধ্যমে খ্রীষ্টের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করেছিলেন। তিনি বেশ কয়েকটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং একটি সমবায় ঋণ সমিতি ব্যাংক চালু করেছিলেন যাতে পাহাড়ি মানুষ ধনী মহাজনদের উচ্চ সুদের ফাঁদে না পড়ে।

দৃঢ় সংকল্প এবং বিশ্বাসের মাধ্যমে তিনি একটি গির্জা, নয়টি স্কুল, একটি হাসপাতাল, অনাথ ছেলেমেয়েদের জন্য হোস্টেল, একটি কৃষি খামার এবং এমনকি একটি রেশম পোকা পালন ইউনিট তৈরি করেছিলেন। একসময় "মৃত্যুর পাহাড়" নামে পরিচিত এই পাহাড়টি আশা এবং জীবনের এক স্থানে রূপান্তরিত হয়েছিল। এবং এই সবকিছুর মধ্য দিয়ে, জেসি মান কখনও তার মূল কথা ভুলে যাননি।

মিশন-সুসমাচার ভাগ করে নেওয়া। তিনি যে সমাজ সংস্কার বিপ্লবের সূচনা করেছিলেন তা আজও কোল্লিমালাই জুড়ে জীবন্ত প্রমাণ হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে।

কিন্তু অসুস্থতা তাকে রেহাই দেয়নি। ম্যালেরিয়া এবং বিষাক্ত জ্বর যা কোল্লিমালাইকে তাড়া করেছিল, অবশেষে জেসি মান নিজেই আক্রান্ত হন। ব্ল্যাকওয়াটার ফিভার নামে পরিচিত একটি বিরল অসুস্থতা তার জীবন কেড়ে নেয়। ১৯২৯ সালের ১৫ জুন সন্ধ্যায়, এই বিশ্বস্ত সৈনিক শেষ পর্যন্ত খ্রীষ্টের জন্য ভাল লড়াই করে তার ত্রাণকর্তার হাতে তার আত্মা সমর্পণ করেন।

মাত্র ৪৪ বছর বয়সে, মি: জেসি মান ব্র্যান্ড কোল্লিমালাইয়ের মানুষের জন্য তাঁর জীবনের ১৭টি শক্তিশালী বছর উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি তাদের জীবনযাত্রার মান পরিবর্তন করেছিলেন এবং তাদের হৃদয়ে এক গভীর স্থান অধিকার করেছিলেন।

তোমার কি খবর?

তুমি কি সাহসী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং পূর্ণহৃদয়ে খ্রীষ্টের ভালোবাসাকে ভাঙা পৃথিবীতে বহন করতে প্রস্তুত?

আত্মার বিষমুক্ত করা

হে বন্ধুরা! এই দ্রুতগতির, ডিজিটাল যুগে, আমরা জেনেশুনে বা অজান্তেই আমরা যা দেখি এবং শুনি তার অনেক কিছুই আমাদের প্রভাবিত করে এবং আমাদের গঠন করে। ফলাফল? ভয়, মানসিক চাপ, আত্ম-সম্মান হ্রাস, অস্থিরতা এমনকি আত্মহত্যার চিন্তাভাবনাও। দুঃখের বিষয় হল তালিকাটি আরও দীর্ঘ।

এই সত্য অস্বীকার করার উপায় নেই: এই সবকিছুই আমাদের আত্মাকে গভীরভাবে বিষাক্ত করে।

ঠিক যেমন আমাদের শরীরের বিষাক্ত পদার্থ বারকরার এবং সঠিকভাবে কাজ করার জন্য একটি ডিটক্সের প্রয়োজন, আপনি কি মনে করেন না যে আমাদের আত্মা - যা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সাথে চিরকাল থাকার জন্য তৈরি - এরও একটি ডিটক্সের প্রয়োজন?

এই একেবারে নতুন বিভাগে আমরা ঠিক এটাই খুলে দেখতে যাচ্ছি এবং অন্বেষণ করতে যাচ্ছি।

তো... আপনি কি প্রস্তুত?

এই মাসে, আমরা "বিষাক্ত বন্ধুত্ব এবং সম্পর্ক" নিয়ে আলোচনা করব এবং কীভাবে তারা কেবল আমাদেরই নয়, আমাদের আত্মারও ক্ষতি করে। বেশিরভাগ সময়, এই ধরনের সম্পর্কগুলি দোষারোপ, স্বার্থপর লাভের জন্য কারসাজি, ঈর্ষা, একতরফা প্রচেষ্টা এবং মানসিক শ্বাসরোধে পরিপূর্ণ থাকে।

প্রভাব:

- এগুলো আপনার আধ্যাত্মিক শক্তি নিঃশেষ করে দেয় এবং ভয়, চাপ এবং আত্ম-সন্দেহ বৃদ্ধি করে।
- ১ করিন্থীয় ১৫:৩৩ পদে ঈশ্বর আমাদের স্পষ্টভাবে সতর্ক করেছেন যে খারাপ সঙ্গ ভালো চরিত্রকে কলুষিত করে। এই ধরনের অস্বাস্থ্যকর সম্পর্কের মধ্যে থাকা ঈশ্বরের ইচ্ছা নয়।

কীভাবে মুক্তি পাবেন? এখানে কিছু পদক্ষেপ দেওয়া হল:

- নিজেকে সৎভাবে জিজ্ঞাসা করুন:

  কোন সম্পর্ক আমার আত্মার শান্তি নষ্ট করছে?

  এই ব্যক্তি কি সত্যিই আমার আনন্দ এবং অভ্যন্তরীণ প্রশান্তির যোগ্য?
- সেই সংযোগ কমানোর বা বেরিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিন।
- ভয় দেখানো বা অপরাধবোধকে স্থান না দিয়ে সাহসের সাথে "না" বলতে শিখুন।

এই পথ বেছে নেওয়া স্বার্থপরতা নয় -এটা আত্ম-যত্ন।

এবং আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, এটি আপনার মানসিক স্বাস্থ্য এবং আধ্যাত্মিক সুস্থতা রক্ষার দিকে একটি শক্তিশালী পদক্ষেপ।

Teen Zone

যা প্রভুকে আনন্দিত করে...

প্রশংসা (গীতসংহিতা ৬৯:৩০-৩১):

"আমি এই জাতিকে আমার নিজের জন্য সৃষ্টি করেছি; তারা আমার প্রশংসা ঘোষণা করবে (যিশাইয় ৪৩:২১)। আমাদের প্রশংসা ঈশ্বরের গৌরব নিয়ে আসে। ঠিক যেমন প্রভু বিশ্বাস এবং নীতিনিষ্ঠায় আনন্দিত হন। তিনি আন্তরিক উপাসনা এবং প্রশংসায়ও আনন্দিত হন।"

প্রার্থনা (তীমথিয় ২:১-৩):

শাস্ত্র আমাদের সকলের জন্য প্রার্থনা, মধ্যস্থতা, আবেদন এবং ধন্যবাদ জানাতে উৎসাহিত করে। আমরা যখন কর্তৃত্বে থাকা ব্যক্তিদের জন্য প্রার্থনা করি তখন ঈশ্বর বিশেষভাবে খুশি হন।

বিশ্বাস (ইব্রীয় ১১:৬):

বিশ্বাস ছাড়া ঈশ্বরকে খুশি করা অসম্ভব। আমরা যখন তাঁর উপর বিশ্বাস করি, সক্রিয়ভাবে তাঁর অন্বেষণ করি, তাঁর বাক্যকে আলিঙ্গন করি এবং এর ভিত্তিতে আমাদের জীবন গঠন করি, তখন প্রভু আনন্দিত হন।

আনন্দের সাথে দান করা (২ করিন্থীয় ৯:৭):

আমরা প্রভুকে যা কিছু দান করি তা কখনই দুঃখ বা চাপের সাথে করা উচিত নয়, বরং আনন্দের সাথে করা উচিত। যারা স্বেচ্ছায় এবং উৎসাহের সাথে দান করে ঈশ্বর তাদের প্রতি আনন্দিত হন।

যারা প্রভুকে ভয় করে (গীতসংহিতা ১৪৭:১১):

ঈশ্বর সেইসব লোকদের উপর আনন্দ পান যারা তাঁকে সত্যিকার অর্থে ভালোবাসে, তাঁর বাক্যের আনুগত্যে চলে এবং তাঁর প্রেম ও করুণার প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তির সাথে জীবনযাপন করে।

Teen Zone

বিজ্ঞপ্তি

অরুণ তার পড়ার টেবিলে বসেছিল একটা বই সামনে খোলা রেখে... কিন্তু তার মন? পুরোপুরি ফোনের সাথে আটকে ছিল।

হোয়াটসঅ্যাপ পিং। ইনস্টাগ্রাম নোটিফিকেশন। "কেউ তোমার পোস্ট পছন্দ করেছে।" "শুধু তোমার জন্য একটি নতুন রিল।"

প্রতিটি নোটিফিকেশন তাকে ধীরে ধীরে পড়ার টেবিল থেকে ইঞ্চি ইঞ্চি করে দূরে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল।

"আমি মাত্র তিন মিনিট স্ক্রল করে আবার পড়াশোনা শুরু করব," সে নিজেকে বলল। কিন্তু সেই তিন মিনিট তিন ঘন্টায় পরিণত হল। পুরো একটা পড়াশোনা শেষ হয়ে গেল।

এভাবেই দিন কেটে গেল। তার নম্বর কমে গেল। তার র‍্যাঙ্ক কমে গেল। একদিকে অপরাধবোধ তাকে কুরে কুরে খাচ্ছিল। অন্যদিকে, সে স্ক্রল করা থামাতে পারছিল না। আমি কেন এমন? এই প্রশ্নটি তার মনে ক্রমশ ভারী হয়ে উঠল। একদিন, অরুণ তার ফোন চার্জে দিতে ভুলে গেল। ব্যাটারি: ১%। ঠিক তখনই বিদ্যুৎ চলে গেল।

"অরুণ, আজ বন্ধ। সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত কোনও করনি," তার মা ডাকলেন। এতে সে আরও বিরক্ত হয়ে উঠল। সে ফোন ছাড়া থাকতে পারল না - এমনকি কিছুক্ষণের জন্যও। তারপর ব্যাটারি নিঃশেষ হয়ে গেল। ফোন বন্ধ হয়ে গেল।

সেই আকস্মিক নীরবতার মধ্যে, একটি সত্য তাকে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করেছিল। যে হৃদয়টি ছিল কয়েকদিন ধরে নীরব, অবশেষে কথা বলতে শুরু করে। পড়াশোনার ভয়। বাবা-মায়ের চাপ। বন্ধুদের সাথে তুলনা।

সে বুঝতে পারল "আমি কেবল পালানোর জন্য সামাজিক মাধ্যমে সময় কাটাচ্ছি"। আমি

ভার্চুয়াল জগতে ডুবে যাচ্ছি কারণ আমি আসল জগতের মুখোমুখি হতে ভয় পাচ্ছি। এই উপলব্ধিই তার মোড় ঘুরিয়ে দিল। সেই দিন থেকে, একটি ছোট সিদ্ধান্ত সবকিছু বদলে দিল: "ভার্চুয়াল জগতে ডুবে থাকা বন্ধ। পড়াশোনাতে মন দেবো।"

দশ মিনিটের পড়াশোনা ধীরে ধীরে ত্রিশ মিনিটে পরিণত হল। ত্রিশ মিনিটে পরিণত হল এক ঘন্টা। তার মন শান্ত হয়ে গেল। তার মনোযোগ আরও দৃঢ় হয়ে উঠল। দিন দিন, অরুণ তার বিষয়গুলি উপভোগ করতে শুরু করল। যখন ফলাফল বেরিয়ে এল, তখন সে কেবল পাশই করেনি - তার নাম শীর্ষ তালিকায়ও ছিল।

অবশেষে, অরুণ কিছু গভীরভাবে বুঝতে পারল: আসল সমস্যাটি ফোনের নোটিফিকেশন ছিল না। আসল সমস্যাটি ছিল তার ভেতরের নোটিফিকেশনগুলি নিঃশব্দ করা ছিল।

ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর, ঈশ্বরের স্মারক, ঈশ্বরের মৃদু ফিসফিসানি, তার মনের শব্দে সবই নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছিল।

তাই তিনি আরেকটি সিদ্ধান্ত নিলেন: "প্রথম বিজ্ঞপ্তি ঈশ্বরের হবে।"

ফোন খোলার আগে সে বাইবেলের একটি পদ খুলল। স্ক্রোল করার আগে, সে একটি সংক্ষিপ্ত প্রার্থনার জন্য থেমে গেল।

এটাই তার শক্তির উৎস হয়ে ওঠে। তার স্পষ্টতা, তার মনোযোগ। এবং অন্য সবকিছুই ঠিক হয়ে যেতে শুরু করে। যখন তার আধ্যাত্মিক মনোযোগ স্থিতিশীল হয়ে ওঠে, তখন স্বাভাবিকভাবেই তার নম্বর, শৃঙ্খলা এবং আত্মবিশ্বাস বাড়তে শুরু করে।

এটাই তার শক্তির উৎস হয়ে ওঠে। তার স্পষ্টতা, তার মনোযোগ।
এবং অন্য সবকিছুই ঠিক হয়ে যেতে শুরু করে। যখন তার আধ্যাত্মিক মনোযোগ স্থিতিশীল হয়ে ওঠে,
তখন স্বাভাবিকভাবেই তার নম্বর, শৃঙ্খলা এবং আত্মবিশ্বাস বাড়তে শুরু করে।

যখন আমাদের হৃদয়ে অনেক কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হয়। ঈশ্বর কথা বলতে পারেন না।
সে শান্ত মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করে - শুধু তুমি আর সে।
যখন তুমি তাকে সেই জায়গাটা দেবে, তিনি তোমার পড়াশোনা, তোমার ভবিষ্যৎ এবং তোমার সমগ্র জীবন পরিচালনা করবেন। সঠকি পথে!

যীশাস রিডিমস ইয়ুথ ডিপার্টমেন্ট একটি নতুন ইউটিউব চ্যানেল চালু করতে পেরে আনন্দিত

Youth TRENDZ

SPREAD THE REVIVAL FIRE

পুনরুজ্জীবনের আগুন ছড়িয়ে দিন। এখন পর্যন্ত, ঈশ্বর আমাদের যুব কর্মসূচিকে অনুগ্রহপূর্বক ব্যবহার করেছেন "ভালিবার উলাগাম", যা সাথিয়াম টিভিতে প্রতি সপ্তাহে সম্প্রচারিত হয়েছিল এবং অনেকের জীবনে পৌঁছেছিল। নতুন মরশুমে পা রাখার সাথে সাথে, আমরা আমাদের টিভি সম্প্রচারের সমাপ্তি ঘটাচ্ছি এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সম্পূর্ণরূপে প্রবেশ করছি, পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছানোর, পুনরুজ্জীবিত করার এবং তাদের লালন-পালনের একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে।

আমাদের দর্শন:

- তরুণদের মধ্যে উদ্দীপনা
- আত্মায় – উদ্দীপনা বৃদ্ধি এবং পরিবর্তন
- সৎ কথোপকথন এবং জীবন পরিবর্তনকারী সাক্ষ্য
- আরাধনা
- শব্দ
- শব্দ আলোচনা
- সত্য

ইউটিউব চ্যানেল লিংক:
https://www.youtube.com/@jryouthtrendz

আপনার সমর্থন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ:

SUBSCRIBE

- অনুগ্রহ করে SUBSCRIBE করুন
- এই লিঙ্কটি আপনার যুব/গির্জা/প্রার্থনা গ্রুপে পাঠান।
- সাবস্ক্রাইব এবং দেখতে অন্যদের উত্সাহিত করুন

এক ক্লিক...
একটি সাবস্ক্রিপশন...
একটি জীবনের রূপান্তরের হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে!